من آداب الزيارة الشرعية لقبر النبي ﷺ

(باللغة البنغالية)

নবী সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর যিয়ারতের শরয়ী আদব

প্রকাশক ও পরিবেশক:
সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ
বাস্তবায়ন কমিটি, মসজিদে নববী

1st Edition

ح هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد النبوي، ١٤٣٩هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد النبوي من آداب
الزيارة المشروعة لقبر النبي ﷺ وصاحبيه / هيئة الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر بالمسجد النبوي - المدينة المنورة، ١٤٣٩هـ
١٩ ص؛ ١٤×٢١ سم
ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٠٢-٤٤٣٢-٠
١- زيارة المسجد النبوي أ. العنوان
ديوي ٢١٥,٣ ١٤٣٩/٧٣٩

رقم الإيداع: ١٤٣٩/٧٣٩
ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٠٢-٤٤٣٢-٠

التصميم والتنسيق والإخراج الفني والطباعة
[illegible]
Tel [illegible]
mail: alfafieen@gmail.com

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর যিয়ারতের শরয়ী আদব

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবার পরিজন এবং সাহাবাগনের প্রতি।

নবীর শহর মদীনার যিয়ারতকারীকে অভিনন্দন।

জেনে রাখুন ! মুসলিম ব্যক্তির নিকট প্রতিষ্ঠিত বিধান, কোন প্রকার অতিরঞ্জন ও শৈথিল্য ব্যতীত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মান করা, তাঁর আনুগত্য করা, তাঁকে মান্য করা।

মসজিদে নববীর যিয়ারত করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে যিয়ারতের বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক। জ্ঞাতব্য বিষয় যে,

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা সফর করা বৈধ নয়, তবে মসজিদে নববীর যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে মদীনা পৌঁছে মসজিদের যিয়ারত সমাপ্ত করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর যিয়ারত করা বৈধ আছে।

অতএব, মদীনা সফর ও মসজিদে নববীর যিয়ারত অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর যিয়ারতের অত্যাবশ্যকীয় বিধিবিধান সম্পর্কে মনোযোগ আকর্ষণ করছি ঃ-

১. মসজিদে নববীতে সালাত আদায়ের বিশেষ ফজিলত। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»

অর্থ ঃ "আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী) -তে এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করা মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য যে কোন মসজিদে আদায় করার চেয়ে এক হাজার গুণ উত্তম।" (বুখারী ও মুসলিম)

২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর যিয়ারত করার সময় সালাম করার উদ্দেশ্যে সেখানে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা বিধিসম্মত নয়। সাহাবাগণের কর্ম অনুসারে শুধুমাত্র এতটুকু পাঠ করে চলে যাবে,

«السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر»

"আস-সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আস-সালামু আলাইকা ইয়া আবা বাকর। আস-সালামু আলাইকা ইয়া উমর।"

ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা সফর থেকে ফিরে এসে এ ভাবেই সালাম করতেন। আর বাকী সাহাবাগণ সালাম করার সময় দাঁড়াতেন না।

কিছু লোককে দেখাযায় সালাতের ন্যায় হাত বেঁধে নত মস্তকে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। সালাতে আল্লাহ তা'আলার সামনেই এভাবে দাঁড়াতে হয়, অন্য কারো সামনে এ ভাবে দাঁড়ানো জায়েয নয়। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান হলো তাঁর আদেশ ও নিষেধ মান্য করা ও তাঁর আনুগত্য করা।

কিছু লোক দলীল বিহীন সাওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে কবরের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে যে ভিড় সৃষ্টি করে, তারা যদি ইবনে ওমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমার অনুকরণে সালাম দিয়ে চলে যেত তাহলে এর সমাধান হয়ে যেত।

(ইবনে বায ও ইবনে হাজারের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ)

৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর যিয়ারত করতে গিয়ে সেখানে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার বিধান নেই বরং সালাম দিয়ে চলে যাবে। দু'আ কবূল হওয়ার যে বিশেষ সময় সমূহ রয়েছে, যিয়ারতের সময়টি তার অন্তর্ভুক্ত নয়। দু'আ করতে চাইলে যে কোন জায়গায় তা করতে পারে, সব সময় যে ভাবে করা হয়। সাহাবাগণ যিয়ারত কালে কিবলা মুখি হওয়া বা কবরের নিকট দাঁড়িয়ে থাকা কোনটাই করতেন না, শুধু সালাম দিয়ে চলে যেতেন।

৪. যিয়ারত কালে কবরে সালাম দেয়ার পর পিছন পায়ে হেটে বের হওয়া বিদ'আত। এ হেন কর্মের দ্বারা ব্যক্তি মনে করে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মান

করল, অথচ সাহাবাগণ এমন করেন নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান হলো তাঁর ইত্তেবা করা, তাঁকে মান্য করা।

৫. যত বার মসজিদে নববীতে প্রবেশ করবে ততবার সালাম দেয়ার জন্য কবরের পার্শ্বে যাওয়া উচিৎ নয়। সাহাবিগণ সর্বদা মসজিদে প্রবেশ করতেন, সালাত আদায় করতেন, মসজিদে বসে থাকতেন, কিন্তু প্রতিবার মসজিদে গিয়ে সালাম দেয়ার জন্য কবরের নিকট যেতেন না। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ থেকে এ ভাবেই বর্ণিত আছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ»

অর্থঃ "আমার প্রতি দরুদ পাঠ কর, তোমরা যেখানেই থাকনা কেন তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছিবে।" (আলবানী সহীহ বলেছেন)

৬. আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অসীলায় তাঁর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে হবে। যেমন, হে ক্ষমাকারী আমাকে ক্ষমা কর, হে দয়াময় আমার প্রতি দয়া কর, হে সম্মানের অধিকারী আমাকে সম্মান দান কর। অনুরূপ নেক আমলের অসীলায় আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে হবে। যেমন, "হে আল্লাহ আমি তোমার উপর ঈমান এনেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর।" আল্লাহর নৈকট্য লাভের আরেকটি অসীলা হলো জীবিত সৎব্যক্তির দু'আ। যেমন ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে দু'আ চেয়ে ছিলেন।

এ ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিসত্তা বা তাঁর সম্মানের অসীলা গ্রহণ করা বিদ'আত। ইসলামে এর কোন অনুমতি নেই। আলেমগণের বর্ণনা অনুসারে

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে যা ঘটেছিল, তা ছিল যে তাঁর কাছে দু'আ চাওয়া হত, তিনি দু'আ করতেন। যেমন ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরজ করেছিলেন বৃষ্টির জন্য দু'আ করতে। আর অন্ধ সাহাবীর ঘটনায় বর্ণিতঃ

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ ..... إلخ »

অর্থ ঃ " হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, এবং তোমার নবীর মাধ্যমে তোমার অভিমুখি হচ্ছি .. শেষ পর্যন্ত।

এতে কোন সমস্যা নেই, কেননা হাদীসের শুরুতে উল্লেখ আছে যে, "এক অন্ধ ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে বলল,

« ادْعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَنِي »

অর্থ ঃ "আমার ঋণমুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন।"

এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আর অসীলা চেয়েছিলেন, তাঁর ব্যক্তি সত্তা বা সম্মান ও মর্যাদার অসীলা গ্রহণ করেন নি। আর এ জাতীয় অসীলাকেই আলেমগণ জীবিত ও উপস্থিত নেক ব্যক্তির অসীলা বলেছেন।

৭. মসজিদে নববীর যিয়ারত কালে বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে মসজিদের মেহরাব, দেয়াল ও দরজা জানালা ইত্যাদি স্পর্শ করা বিদ'আত। এ গুলো দুনিয়ার অন্য সকল জড়পদার্থের মত, উপকার বা অপকার করার কোন ক্ষমতা এদের নেই। এতএব, বরকতের উদ্দেশ্যে এগুলো স্পর্শ করা শিরক। নিয়্যাতের ভিত্তিতে তা কখনও ছোট শিরক আবার কখনও বড় শিরক হতে পারে।

৮. কেউ কেউ কবরের নিকটবর্তী স্থানে সালাত আদায় করার জন্য আগ্রহ দেখায়। অথচ শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই, ইহা বিদ'আত। বরং প্রথম কাতারে সালাত আদায় করা উত্তম এর পর পর্যায়ক্রমে ইমামের নিকটবর্তী স্থানে, এমনকি রওযায় (জান্নাতের বাগানগুলোর মধ্যে একটি বাগান) সালাত আদায় করা থেকেও ইমামের নিকটবর্তী স্থানে সালাত আদায় করা উত্তম। কবর কেন্দ্রীক আরো একটি বিদ'আত হচ্ছে কেউ কেউ চিরকুটে কিছু লিখে হুজরার নিকট অথবা ভিতরে ফেলে আসে। আশ্চর্য বিষয়, সাহাবাগণ কি কখনও এমন করেছিলেন? ইহা শয়তানি ষড়যন্ত্র বৈ কিছু নয়।

৯. আরো একটি নব আবিষ্কৃত বিদ'আত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরে

অন্য কারো সালাম নিয়ে আসা বা অন্যের মাধ্যমে সালাম পাঠানো। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ»

অর্থঃ "আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর, তোমরা যেখানেই থাকনা কেন তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছবে।" (আলবানী সহীহ বলেছেন)

অপর হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُمْ»

অর্থঃ "তোমরা যেখানেই থাকনা কেন তোমাদের সালাম আমার নিকট পৌঁছবে।" হাদীসটি মুহাদ্দীসিনদের কেউ হাসান বলেছেন আবার কেউ সহীহও বলেছেন। এই হাদীস থেকে বুঝাযায় তাঁর কবরের নিকটে গিয়ে বা দূর থেকে সালাম দেয়ার মাঝে কোন পার্থক্য

নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সালাত ও সালাম পৌঁছাতে কোন অসীলা বা অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন নেই। আর সে জন্যই হাসান বিন আলী নবীর কবর যিয়ারতকারী এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলেন, "তুমি এবং আন্দালুসিয়ায় বসবাসকারী ব্যক্তির মাঝে কোন পার্থক্য নেই। অন্যের মাধ্যমে শুধুমাত্র জীবিত ব্যক্তির কাছে সালাম পৌঁছানো যায়।

১০. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা অন্য কারো নিকট সাহায্য চাওয়া, উদ্দেশ্য পুরণের জন্য দু'আ করা, অথবা রোগমুক্তি কামনা করা সবই শিরকে আকবার। এ সব একমাত্র আল্লাহর নিকট চাইতে হয়। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট তলব করা এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দু'জন সাথী আবূবকর ও ওমর

রাযিয়াল্লাহু আনহুমার নিকটেও তলব করা শিরক। মৃত ব্যক্তি কবরে থেকে কারো উপকার করতে পারলে সর্বাগ্রে নিজের উপকার করত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

(قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُ)

অর্থ ঃ "আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ্ চান। আর আমি যদি গায়েবের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম, ফলে আমার কোন অমঙ্গল কখনও হতে পারতনা।" (সূরা আল-আ'রাফ-১৮৮)

১১. দূরবর্তী কোন স্থান থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি

সালাত ও সালাম পেশ করতে চাইলে কিবলামুখি হওয়া জরুরী নয়।

১২. আরো একটি বাতিল আকীদা যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরে জীবিত, তিনি কথা শুনতে পান এবং উত্তর দেন। তাঁর নিকট উম্মতের আমল উপস্থাপন করা হয়। এ সবই কুসংস্কার, শরীয়তে তা নিষেধ করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরে বারযাখী জীবন তথা মধ্যবর্তী জীবন যাপন করছেন। যার বাস্তবতা সম্পর্কে আল্লাহ ই অবগত আছেন। তবে সহীহ হাদীসের বর্ণনা মোতাবেক তাঁকে সালাম দিলে তিনি উত্তর দেন।

১৩. আরো একটি প্রচলিত ভুল, মানুষ মনে করে প্রতি ওয়াক্ত সালাতের পর, প্রতি শুক্রবার জুম'আর সালাতের পর, হজ্ব ও ওমরার পর, অথবা ঈদের দিন কবর যিয়ারত

করতে হবে। অথচ শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই বরং ইহা সাহাবাগণের আদর্শের বিরোধী।

১৪.নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর যিয়ারত করতে এসে কবরের নিকট দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত এই আয়াত পাঠ করা বিদ'আত।:-

(وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ......) سورة النساء الآية ٦٤

সালাফে সালিহীনদের কেউ তাঁর কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে এই আয়াত পাঠ করেননি। গুনাহ থেকে ইস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা জরুরী, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরের নিকটে নয়। মু'মিন ব্যক্তি সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিকট তাওবা ইস্তেগফার করবে। আয়াতে উল্লিখিত

(جَاءُوكَ) অর্থ ঃ "আপনার কাছে আগত।" এ বিধান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর কবরের নিকট আগমনের কোন ফায়দা নেই। আর উল্লিখিত আয়াত পাঠকরাও সুন্নাত সম্মত নয়। কেননা তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনি পাঠকের তিলাওয়াত শুনতে পান না, তার উত্তরও দেন না এবং তার জন্য ইস্তেগফারও করেন না।

১৫. কিছু বাতিল ও মিথ্যা হাদীস যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে প্রচার করা হয়। যেমন, ক) "যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করল তার জন্য আমার সুহব্বাত ওয়াজিব হয়ে গেল।"

খ) "যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমার যিয়ারত করল সে যেন জীবিত কালে আমার যিয়ারত করল।"

গ) "যে ব্যক্তি হজ্জ করল অথচ আমার যিয়ারত করল না সে আমার সাথে দুর্ব্যবহার করল।"

হাদীস বিশারদ আলেমগণের তথ্য অনুযায়ী এই বাক্য গুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী নয় বরং তা মিথ্যা ও বানোয়াট। তাঁদের একজন ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ তাঁর "আত্ তালখিছ" নামক কিতাবে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। অতএব, এ সমস্ত হাদীসের উপর আমল করা যাবেনা।

অতএব হে মুসলিম ভাই! সর্বাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণে সচেষ্ট থাকুন, তাহলেই দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে সফল হবেন। আর দ্বীনের ব্যাপারে যা বুঝতে সমস্যা হয় তা আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিন।

মানুষের দেখাদেখি কোন কিছু করবেন না। আল্লাহ সকলের নেক আমল কবুল করুন এবং সকলকে জান্নাত দান করুন। আ-মীন

ছালেহ আহমদ
কমিউনিটি কেন্দ্রিক দাওয়াহ ও শিক্ষা প্রচার মূলক সহযোগী অফিস সাফরা, বুরাইদা
০৫০৫৪৬৫৩৬৫

إصدار

www.wmn.gov.sa
wmn@wmn.gov.sa
0148254247